রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৬ সনের ৩৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ৩, ২০২৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৫৯—৭৮১	৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৪১—১০৮৪	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৩৩—৩৪৪	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৭৭—১০৯৫	(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়

সঞ্চয় শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ শ্রাবণ ১৪৩৩/২৭ জুলাই ২০২৬

নং ০৮.০০.০০০০.০৪১.৬৫.০১২.২৪.৫৯—যেহেতু জনাব নাজমা আকতার উপপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ঢাকা গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ হতে ০৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ১১ মাস ০৪ দিন ছুটি মঞ্জুরি ব্যতিরেকে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন;

০২। যেহেতু, তাঁর উক্তরূপ কার্যকলাপ/আচরণ চাকরি শৃঙ্খলার জন্য হানিকর, শিষ্টাচার বহির্ভূত ও সরকারি আদেশ অবজ্ঞাকরণের শামিল যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

০৩। যেহেতু, উল্লিখিত অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নম্বর: ০২/২০২৪) রুজু করে ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের ৪৬ নং স্মারকের মাধ্যমে যথাক্রমে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা প্রেরণপূর্বক ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০৬ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ অভিযোগনামার জবাব দাখিল করেন কিন্তু ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেননি;

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

০৪। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২) অনুযায়ী অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদন্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় অভিযোগ তদন্তের জন্য ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের ১৫ নং স্মারকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

০৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী তাঁকে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ২৪ জুলাই ২০২৫ তারিখের ৩৫ নং প্রজ্ঞাপনমূলে সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

০৬। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুযায়ী ‘পলায়ন’ এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়;

০৭। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়, প্রমাণিত অপরাধের গুরুত্ব ইত্যাদি সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে জনাব নাজমা আকতার এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুযায়ী ‘পলায়ন’ এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি অনুসরণক্রমে ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী ‘চাকরি হতে বরখাস্তকরণ’ সূচক গুরুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে ০১ মার্চ ২০২৬ তারিখের ১৫ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়;

০৮। যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী “বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান’ সূচক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়; এবং

০৯। যেহেতু, প্রস্তাবিত গুরুদন্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় কর্তৃক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও অপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(খ) বিধি অনুযায়ী “বাধ্যতামূলক অবসর” সূচক গুরুদন্ড আরোপের পরিবর্তে একই বিধিমালার ৪(৩)(ক) বিধি অনুযায়ী ‘নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ’ সূচক গুরুদন্ড প্রদানের পরামর্শ প্রদান করা হয়;

১০। সেহেতু, জনাব নাজমা আকতার, উপপরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত), জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুযায়ী ‘পলায়ন’ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ক) বিধি অনুযায়ী ‘নিম্ন বেতন গ্রেডে (৬ষ্ঠ গ্রেড ৩৫,৫০০-৬৭০১০/-) টাকা হতে (৭ম গ্রেডে ২৯০০০—৬৩৪১০/-টাকা ০২ (দুই) বছরের জন্য অবনমিতকরণ’ সূচক গুরুদন্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের আদেশ জারির তারিখ থেকে পরবর্তী ০২ (দুই) বছর পর্যন্ত অবনমিতকরণ আদেশ বহাল থাকবে। অবনমিতকরণকাল বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা হবে না। উল্লেখ্য, তাঁর ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ হতে ০৭ আগষ্ট ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ১১ মাস ০৪ দিন অননুমোদিত অনুপস্থিতকাল এবং তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালকে ‘অসাধারণ ছুটি’ হিসেবে গণ্য করা হবে। সাময়িক বরখাস্তকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত খোরপোষ ভাতা ফেরত প্রদান করতে হবে না। একই সাথে এ বিভাগের ২৪ জুলাই ২০২৫ তারিখের ০৮.০০.০০০০.০০০.০৪১. ৬৫.০০১২. ২৪.৩৫ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে জনাব নাজমা আকতার, উপপরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত), জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ঢাকা-কে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত আদেশটি প্রত্যাহার করা হলো।

১১। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আহসান হাবিব
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩৩/০৪ আগস্ট ২০২৬

নং ০৮.০০.০০০০.০০০.০৪১.২৭.০০৫.২৫.৬০—যেহেতু, মিজ অপর্ণা সূত্রধর, সহকারী পরিচালক, জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো পঞ্চগড় গত ১৮-০২-২০২১ খ্রি. তারিখ হতে ১১-০৯-২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত জেলা সঞ্চয় অফিস/ ব্যুরো, চট্টগ্রাম-এ সহকারী পরিচালক পদে কর্মরত থাকাকালীন মিজ্ রোহেনা আক্তার পারভীন নামে জনৈক বিনিয়োগকারীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন এবং তাঁর নিকট প্রথমে ০৮ (আট) লক্ষ ও পরবর্তীতে ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা উৎকোচ দাবি করেন এবং জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো, চট্টগ্রাম-এ সহকারী পরিচালক পদে কর্মরত থাকাকালীন মিজ্ উর্মি মল্লিক ও জনাব সমীর দত্ত এর যৌথনামে ক্রয়কৃত (নিবন্ধন নম্বর-২৮৭/ ১৭-১৮, তারিখ: ১৭-০১-২০১৮) পাঁচ লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্রের কপিতে এবং অফিস নথিতে উভয় বিনিয়োগকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরের একটি করে ডিজিট (মিজ উর্মি মল্লিক এর প্রকৃত এনআইডি নং-৬৮৬৯৯৪১৮৫৩ ও পরিবর্তীত এনআইডি নং-৬৮৬৯৯৪৪৮৫৩; জনাব সমীর দত্ত এর প্রকৃত এনআইডি নং-১৯১৮৭৫৩৪৭৪ ও পরিবর্তিত এনআইডি নং-১৯৪৮৭৫৩৪৭৪) পরিবর্তন (Tempering) করেন মর্মে অভিযোগ করা হয়। এছাড়া, অসৎ উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত সঞ্চয়পত্রটি মিজ উর্মি মল্লিক ও জনাব সমীর দত্ত এর যৌথনামে ক্রয় করা হলেও বিক্রয় বিবরণীতে ২৮৭/১৭-১৮ নিবন্ধন নম্বরের বিপরীতে যৌথনামের পরিবর্তে একজনের নাম লিপিবদ্ধ করেন এবং কোনো জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর লিপিবদ্ধ করেননি;

০২। যেহেতু, তাঁর উক্তরূপ কার্যকলাপ/আচরণ চাকরি শৃঙ্খলার জন্য হানিকর, শিষ্টাচার বহির্ভূত ও সরকারি আদেশ অবজ্ঞাকরণের শামিল যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী ‘অসদাচরণ’ এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

০৩। যেহেতু, উল্লিখিত অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নম্বর: ০২/২০২৫) রুজু করে ১৮ মে ২০২৫ তারিখের ২৩ নং স্মারকের মাধ্যমে যথাক্রমে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা প্রেরণপূর্বক ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শাতে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং ১৯ মে ২০২৫ তারিখের ০৮.০০.০০০০.০০০.০৪১.২৭. ০০০৫.২৫ নং প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁকে সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

০৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা মিজ অপর্ণা সূত্রধর গত ২৯ মে ২০২৫ তারিখের প্রেরিত জবাবে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন। ব্যক্তিগত শুনানির পরিপ্রেক্ষিতে, গত ১৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হলে অভিযোগটি অধিকতর তদন্তের জন্য এ বিভাগ হতে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৫। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ২২ জুলাই ২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মিজ্ অপর্ণা সূত্রধর এর বিরুদ্ধে ‘সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮’ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক আনীত ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগ এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন;

০৬। সেহেতু, উভয়পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপদত্রাদিসহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান এবং একই সাথে এ বিভাগের **১৯ মে ২০২৫** তারিখের ০৮.০০.০০০০.০০০.০৪১.২৭.০০০৫.২৫ নং প্রজ্ঞাপনমূলে মিজ অপর্ণা সূত্রধর, সহকারী পরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত), জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো, পঞ্চগড়-কে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত আদেশটি প্রত্যাহার করা হলো।

০৭। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আহসান হাবিব
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/০৯ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.৪০.০০২.২১-৫২১**—মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে ঝুঁকি নিরূপণের পাশাপাশি ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৭-২০৩০ মেয়াদের জন্য ৪র্থ জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করা হলোঃ

আহবায়ক

১. প্রধান কর্মকর্তা, বিএফআইইউ

সদস্যবৃন্দ

২. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর একজন প্রতিনিধি

৩. স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর একজন প্রতিনিধি

৪. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর একজন প্রতিনিধি

৫. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর একজন প্রতিনিধি

৬. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর একজন প্রতিনিধি

৭. দুর্নীতি দমন কমিশন এর একজন প্রতিনিধি

৮. বাংলাদেশ পুলিশ এর একজন প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

৯. নির্বাহী পরিচালক, বিএফআইইউ

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সফি উল্লাহ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ, বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখঃ ২০ শ্রাবণ ১৪৩৩/০৪ আগষ্ট ২০২৬

বিষয়: **চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ৩ নং কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ সামসুল হক এর নামে ইস্যুকৃত নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স বাতিল প্রসঙ্গে।**

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৫৬.২০০৪(১)-১২৫**—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ৩ নং কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ সামসুল হক এর বিরুদ্ধে বাল্যবিবাহ নিবন্ধনের অভিযোগ জেলা রেজিস্ট্রার, চুয়াডাঙ্গা কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় এবং অভিযুক্ত নিকাহ্ রেজিস্ট্রার মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর ২০ বিধির বিধান লজ্ঘন করতঃ নিজ অধিক্ষেত্র তথা সংলগ্ন অধিক্ষেত্রের বাহিরে ভিন্ন জেলায় অবস্থিত মেহেরপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসায় এমপিওভুক্ত শিক্ষক হিসেবে সহকারী মৌলভী পদে চাকরি করার বিষয়টি জেলা শিক্ষা অফিসার, মেহেরপুর কর্তৃক প্রেরিত গত ০৯-১০-২০২৫ খ্রি. তারিখের ৫৫১ নং স্মারকযুক্ত পত্রসহ সংযুক্ত কাগজাদি, ৩নং কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কর্তৃক গত ১২-০৩-২০২৬ খ্রি. তারিখের ২৬৫ নং স্মারকযুক্ত প্রত্যয়নপত্র ও জেলা রেজিস্ট্রার, চুয়াডাঙ্গা কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় এবং তা একই বিধিমালার বিধি ১১ অনুযায়ী গুরুতর অসদাচরণ হওয়ায় এবং এ প্রসঙ্গে তাঁর কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁর নামে এ বিভাগ হতে গত ০৭-১১-২০১০ খ্রি. তারিখের বিচার ৭/২ এন ৫৬/২০০৪-৭৭৯ নং স্মারকে ইস্যুকৃত নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স বাতিল করা হলো।

উক্ত অধিক্ষেত্রটি শূন্য ঘোষণাপূর্বক শূন্য ঘোষিত অধিক্ষেত্রে অনধিক ১২০ (একশত বিশ) দিনের জন্য সংলগ্ন কোনো অধিক্ষেত্রের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার বিধি মোতাবেক নিকাহ রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের জন্য এবং সাবেক নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব সামসুল হক এর নিকট হতে বালাম বহিসহ নিকাহ রেজিস্ট্রার সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজাদি সংগ্রহ করার জন্য এবং মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এ বর্ণিত ৬ বিধি অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা রেজিস্ট্রার, চুয়াডাঙ্গা/সাব-রেজিস্ট্রার, দামড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সিনিয়র সহকারী সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখঃ ০৮ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ /২৩ জুলাই ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৯/২০২৬/কাস্টমস/৪১৯**।—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা-১০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জনস্বার্থে চট্টগ্রাম জেলার বন্দর থানার মধ্য হালিশহর মৌজার অন্তর্গত নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত এলাকাকে এতদ্বারা কাস্টমস ওয়্যারহাউজিং স্টেশন হিসেবে ঘোষণা করছে, যথাঃ

ক্র.নং	মৌজা	জে. এল. নং	বি. এস. খতিয়ান নং	বি. এস. দাগ নং	জমির পরিমাণ
১	মধ্য হালিশহর	১	০৪	১৫৫২০ (অংশ)	৬.২৭ একর

চৌহদ্দি:

ক) পুর্বে: মহেশখাল;

খ) পশ্চিমে: বন্দর পূর্ব আবসিক এলাকা অত:পর পোর্ট কানেকটিং রোড;

গ) উত্তরে: মহেশখাল;

ঘ) দক্ষিণে: বন্দর ট্রাক টার্মিনাল ও বলিপাড়া মসজিদ।

তারিখ: ২২ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/০৬ আগস্ট ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪১/২০২৬/কাস্টমস/৪৬০।**—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা-১২ (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হিলি স্থল কাস্টমস স্টেশন, হাকিমপুর, দিনাজপুরে অবস্থিত মেসার্স হক ট্রেডার্স (বন্ড লাইসেন্স নং-০৬/কাস-এসবিডব্লিউ/২০১৪, তারিখ: ২৫-১১-২০১৪ খ্রি.) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণি (Duty Free Shop) এর অনুকূলে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জন্য নিম্নবর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হলো:

ক্র.নং	পণ্যের বিবরণ	২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
১	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	৪০,০০০.০০
২	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	৫,০০০.০০
৩	কনফেকশনারী, ইলেকট্রনিক্স	৪,০০০.০০
	সর্বমোট =	**৪৯,০০০.০০ (উনপঞ্চাশ হাজার) মার্কিন ডলার**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

সুরাইয়া সুলতানা
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ আষাঢ় ১৪৩৩/০৫ জুলাই ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১৮.২২-২৪০**—জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান খান, সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার (পূর্ব), ডিএমপি, ঢাকা (বর্তমানে চাকরি হতে বরখাস্তকৃত) কর্তৃক বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-২, ঢাকায় দায়েরকৃত এটি-২০০/২০১৬ (পুরাতন), ১০৬/২০১৭ (নতুন) মামলায় প্রদত্ত গত ১২-০১-২০২৬ তারিখের রায়/আদেশ অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের ০৪-১০-২০১৫ তারিখ স্বম (পু-১)/ব্যক্তিগত-২০/২০১১-৮৮৬ নং স্মারকমূলে জারীকৃত তাঁকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service) ' দণ্ডাদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

০২। তাঁর বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসাবে গণ্য হবে এবং তিনি বিধি মোতাবেক পেনশনসহ সকল প্রকার আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ ১৪৩৩/১০ আগষ্ট ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০৬.২৫-৩০৫**—যেহেতু, জনাব রাজীব ফরহান (বিপি-৮২১০১২৬৮২৭), পুলিশ সুপার, পিবিআই-এর বিভাগীয় কার্যালয়, গাইবান্ধায় সংযুক্ত ইতঃপূর্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ইমিগ্রেশন), হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকার 'খ' পালার (সকাল ০৭:০০-১৪:০০) দায়িত্ব পালনকালে গত ০৪-১০-২০২৪ তারিখ খুলনা টাইগার্স বিডি ক্রিকেট টিমের ভুয়া পরিচয়দানকারী ১৬ জন খেলোয়ার ও ৫ জন টিম সদস্যসহ মোট ২১ জন BS315 বিমানযোগে মালয়েশিয়া গমন করেন। পরবর্তীতে গত ০৬-১০-২০২৪ তারিখ জনাব মোহাম্মদ সাফিউল সারোয়ার, বিপিএম- সেবা, বিশেষ পুলিশ সুপার (ইমিগ্রেশন অপারেশন), এসবি, ঢাকা ইমিগ্রেশন কার্যক্রম তদারকিকালে তাঁর কক্ষের সামনে মালয়েশিয়া হতে ফেরত ১৯ জন যাত্রীকে অপেক্ষমান দেখতে পেয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জিজ্ঞাসাবাদে উক্ত যাত্রীরা জানান যে, খুলনা টাইগার্স বিডি ক্রিকেট ক্লাবের মাধ্যমে একটি দালাল চক্রের সাথে পারস্পরিক যোগসাজেশে তারা খেলোয়াড় হিসাবে মালয়েশিয়া গমন করেছিলেন। কিন্তু তিনি গত ০৪-১০-২০২৪ তারিখে উক্ত ক্রিকেট টিমের সদস্যদের ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পাদনকালে দলের সদস্যদের ভ্রমণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি যাচাই-বাছাইয়ের বিধান থাকলেও শুধুমাত্র ০৩ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং ইমিগ্রেশনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সংক্রান্ত বৈধ কাগজপত্র না থাকা সত্ত্বেও উক্ত টিমের সদস্যদেরকে বহির্গমন ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করার অনুমতি প্রদান করে BS315 বিমানযোগে মালয়েশিয়া গমনে সহায়তা করেন। এক্ষেত্রে তিনি চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে দায়িত্বে চরম অবহেলা প্রর্দশন করেছেন। পরবর্তীতে এ সংক্রান্তে গত ০৬-১০-২০২৪ তারিখ দৈনিক 'মানবজমিন'-এ 'খেলোয়াড় হিসেবে মালয়েশিয়ায় পাচার সিন্ডিকেটসহ ২১ বাংলাদেশী গ্রেফতার' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় এবং উক্ত যাত্রীগণ মালয়েশিয়া হতে ফেরত আসায় বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাঁকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, তদপ্রেক্ষিতে তিনি কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করলে গত ১৪-০৫-২০২৫ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয়পক্ষের বক্তব্য, লিখিত জবাব এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক প্রমাণাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদন্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিনে তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুসারে 'অসদাচরণ (Misconduct) '-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়; এবং

০৪। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, শুনানিকালে উভয়পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না এ মর্মে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন; এবং

০৫। যেহেতু, পরবর্তীতে বিভাগীয় মামলার সকল গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পর্যালোচনায় তাঁকে '০২ (দুই) বৎসরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ডের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-এর পরামর্শ-এর পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ক) অনুযায়ী '০২ (দুই) বৎসরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে; এবং

০৬। যেহেতু, পরবর্তীতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৬) অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁকে '০২ (দুই) বৎসরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ'-এর গুরুদণ্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তকরণের সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

০৭। সেহেতু, জনাব রাজীব ফরহান (বিপি-৮২১০১২ ৬৮২৭), পুলিশ সুপার, পিবিআই-এর বিভাগীয় কার্যালয়, গাইবান্ধায় সংযুক্ত ইতঃপূর্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ইমিগ্রেশন), হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুসারে 'অসদাচরণ Misconduct'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী আদেশ জারির তারিখ হতে '০২ (দুই) বৎসরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ **'পুলিশ সুপার'** পদ হতে **'অতিরিক্ত পুলিশ সুপার'** পদে অবনমিতকরণ করা হলো। জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ৬ষ্ঠ গ্রেডের ৩৫,৫০০—৬৭,০১০/-বেতন স্কেলে তাঁর মূল বেতন ৫৭,৮৭০/- টাকা নির্ধারণ করা হলো। পদাবনতি বলবৎ থাকার সময় তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা হবে না। তবে দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পঞ্চম গ্রেডের ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০ টাকা বেতনস্কেলে ৫৮,৫৬০/-টাকায় প্রত্যাবর্তন করবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৮ শ্রাবণ ১৪৩৩/১২ আগস্ট ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০১০.২৪-৩০৭**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন (বিপি-৮১০৮১২১৬৩৮), পুলিশ সুপার, বর্তমানে রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, খুলনায় সংযুক্ত ইতঃপূর্বে উপ-পুলিশ কমিশনার, ওয়ারী বিভাগ, ডিএমপি, ঢাকা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা কর্তৃক গত ১৩-০৮- ২০২৪ তারিখ ৪৪.০০.০০০.০৯৪.১৯.০০১.১৯-৯৮ নং স্মারকমূলে তাঁকে পুলিশ সুপার, রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, খুলনায় সংযুক্ত করা হলে গত ২৮-০৮-২০২৪ তারিখ অপরাহ্ণে তিনি রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, খুলনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁকে কর্মস্থলে যোগদানের নিমিত্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা এবং ই-মেইল ঠিকানায় একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও গত ২৮-০৮-২০২৪ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা ও সরকারি আইনানুগ আদেশ প্রতিপালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(চ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর আওতাভুক্ত এবং একই বিধিমালার ৩(গ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ০১০/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলে জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিল করেননি। একইসাথে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিনে তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়; এবং

০৪। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না এ মর্মে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের কোনো জবাব দাখিল করেনি; এবং

০৫। যেহেতু, পরবর্তীতে বিভাগীয় মামলার সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ডের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ ((Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে; এবং

০৬। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

০৭। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন (বিপি-৮১০ ৮১২১৬৩৮), পুলিশ সুপার, বর্তমানে রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, খুলনায় সংযুক্ত ও সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার, ওয়ারী বিভাগ, ডিএমপি, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী গত ২৮-০৮-২০২৪ তারিখ হতে তাঁকে **'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'** গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০২৩.২৪-৩০৮**—যেহেতু, জনাব কাজী আশরাফুল আজীম (বিপি-৭৫৮০৫১১৬৪৮৯), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, চট্টগ্রামে সংযুক্ত ইতঃপূর্বে গত ০৪-০৭-২০২৪ তারিখ হতে ১৪-০৮-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, উত্তরা বিভাগ, ডিএমপি, ঢাকা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ১৩-০৮-২০২৪ তারিখ ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.১৯.০০১.১৯-৯৮(১১) নং স্মারকমূলে রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, চট্টগ্রামে সংযুক্ত হিসাবে তিনি বদলির আদেশপ্রাপ্ত হন। গত ১৪-০৮-২০২৪ তারিখে তিনি রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, চট্টগ্রামে যোগদানের উদ্দেশ্যে ডিএমপি, ঢাকার দায়িত্বভার অর্পণ করলেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে গত ১৪-০৮-২০২৪ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। এমনকি তাঁর বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা এবং ই-মেইল ঠিকানায় একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। তাঁর এহেন কর্মকান্ড সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা ও সরকারি আইনানুগ আদেশ প্রতিপালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) ও ২(চ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর আওতাভুক্ত এবং একই বিধিমালার ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ০১৮/২০২৪ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিল করেননি। একইসাথে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিনে তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) এবং ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়; এবং

০৪। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না এ মর্মে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের কোনো জবাব দাখিল করেনি; এবং

০৫। যেহেতু, পরবর্তীতে বিভাগীয় মামলার সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক গুরুদণ্ডের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ ((Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে; এবং

০৬। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

০৭। সেহেতু, জনাব কাজী আশরাফুল আজীম (বিপি-৭৫০৫ ১১৬৪৮৯), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, চট্টগ্রামে সংযুক্ত ও সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী গত ১৪-০৮-২০২৪ তারিখ হতে তাঁকে **'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'** গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০০৯.২৫-৩০৯**—যেহেতু, জনাব বিপ্লব কুমার সরকার (বিপি-৭২০৩১২২৫৯৬), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়, বরিশালে সংযুক্ত ইতঃপূর্বে যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন অ্যান্ড গোয়েন্দা-দক্ষিণ), ডিএমপি, ঢাকা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে গত ০৬-০৮-২০২৪ তারিখ হতে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে মৌখিক বা লিখিতভাবে অবহিত না করে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। তাঁকে কর্মস্থলে হাজির/যোগদানের নিমিত্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাঁর বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা এবং ই-মেইল ঠিকানায় একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও গত ০৬-০৮-২০২৪ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা ও সরকারি আইনানুগ আদেশ প্রতিপালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(চ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর আওতাভুক্ত এবং একই বিধিমালার ৩(গ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ০০৯/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিল করেননি। একইসাথে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিনে তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়; এবং

০৪। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না এ মর্মে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের কোনো জবাব দাখিল করেনি; এবং

০৫। যেহেতু, পরবর্তীতে বিভাগীয় মামলার সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ডের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে; এবং

০৬। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

০৭। সেহেতু, জনাব বিপ্লব কুমার সরকার বিপি-৭২০৩১২২৫৯৬), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়, বরিশালে সংযুক্ত ও সাবেক যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন অ্যান্ড গোয়েন্দা-দক্ষিণ), ডিএমপি, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী **গত ০৬-০৮-২০২৪ তারিখ হতে তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'** গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০২৭.২৪-৩১১**—যেহেতু, জনাব সুদীপ কুমার চক্রবর্তী (বিপি-৭৫০৫১০৫১১১), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, বরিশালে সংযুক্ত এবং সাবেক যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অতিরিক্ত ডিআইজি), ডিএমপি, ঢাকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে গত ২২-০৮-২০২৪ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁকে কর্মস্থলে হাজির হওয়ার জন্য অনলাইনে আহ্বান এবং লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করা হলেও তিনি কর্মস্থলে হাজির হননি। পরবর্তীতে তাঁকে কর্মস্থলে যোগদানের নিমিত্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাঁর বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা এবং ই-মেইল ঠিকানায় একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও অদ্যাবধি তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা ও সরকারি আইনানুগ আদেশ প্রতিপালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(চ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর আওতাভুক্ত এবং একই বিধিমালার ৩(গ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ০২২/২০২৪ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিল করেননি। একইসাথে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি বিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিনে তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়; এবং

০৪। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না এ মর্মে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের কোনো জবাব দাখিল করেননি; এবং

০৫। যেহেতু, পরবর্তীতে বিভাগীয় মামলার সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক গুরুদণ্ডের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে; এবং

০৬। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

০৭। সেহেতু, জনাব সুদীপ কুমার চক্রবর্তী (বিপি-৭৫০৫১০৫১১১), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, বরিশালে সংযুক্ত এবং সাবেক যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অতিরিক্ত ডিআইজি), ডিএমপি, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুসারে 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী **গত ২২-০৮-২০২৪ তারিখ হতে তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'** গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৫ শ্রাবণ ১৪৩৩/০৯ আগস্ট ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০০৫০.২১-৩৬৭**—যেহেতু, জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ (বিপি-৭৯০৬১১৯৭৬৫), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বিপিএ, সারদা, রাজশাহী হিসেবে কর্মকালীন এসআই পদে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে জনৈক জনাব বাপ্পারাজ হতে এস এ পরিবহনের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ০৮ (আট)টি তারিখে পাঠানো মোট ১৫,০০,০০০/-(পনেরো লক্ষ) টাকা তাঁর অধীনস্থ রানার কনস্টেবল জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান-এর মাধ্যমে ঘুষ গ্রহণ করেন। এছাড়া, তাঁর বন্ধু জনাব আব্দুস সামাদ-এর নিকট হতে ধারকৃত ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা অভিযোগকারী জনাব বাপ্পারাজ পরিশোধ করেন। ফলে তিনি মোট ১৬,০০,০০০/-(ষোল লক্ষ) টাকা জনাব বাপ্পারাজ-এর নিকট হতে ঘুষ হিসেবে গ্রহণ করে তাঁকে চাকরি না দিয়ে তা আত্মসাৎ করেন। তাঁর এহেন কর্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ"-এর শামিল ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সে পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ১৭-০৮-২০২১ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। গত ২৮-১০-২০২১ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ"-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হয়; এবং

০২। যেহেতু, তিনি অভিযোগনামার জবাব প্রদান না করায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভবনা থাকায় অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক গত ১২-০৮-২০২৪ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ০৪-০১-২০২৫ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে **"চাকরি হতে বরখাস্ত"** সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ১০-০৯-২০২৫ তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয় এবং তিনি গত ১৯-১০-২০২৫ তারিখে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে **"চাকরি হতে বরখাস্ত"** সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গত ১৫-০১-২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-কে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গত ১৮-০৬-২০২৬ তারিখে তাঁকে **"চাকরি হতে বরখাস্ত"** সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ (বিপি-৭৯০৬১১৯৭৬৫)-কে **"চাকরি হতে বরখাস্ত"** সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ০২-০৮-২০২৬ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

০৬। সেহেতু, জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ (বিপি-৭৯০৬১১৯৭৬৫), সাবেক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, কেএমপি, খুলনা (পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় সংযুক্ত)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও দুর্নীতিপরায়ণ"-এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগর গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালা ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে **"চাকরি হতে বরখাস্তকরণ"** করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৮ শ্রাবণ ১৪৩৩/১২ আগস্ট ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০০২৬.২৫-৩৭৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ গোলাম রুহানী, পিপিএম (বিপি-৯১১৮২২০৫৯৩), সহকারী পুলিশ কমিশনার হিসেবে ডিএমপি, ঢাকায় কর্মকালীন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.১৩২.১৯.০২০.২৩.৫৭৮, তারিখ: ০৭-০৭-২০২৪ মোতাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব পদে প্রেষণে যোগদানের নিমিত্ত গত ১০-০৮-২০২৪ তারিখে ডিএমপি থেকে দায়িত্বভার অর্পণ করেন। পরবর্তীতে, পুলিশ অধিদপ্তরের স্মারক নং-৪৪.০১.০১১.১৯.০০৪.২৩-৩০১১/১(৩৫), তারিখ: ১৫-০৮-২০২৪ মূলে তাঁকে সহকারী পুলিশ সুপার, এপিবিএন ও বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়ি হিসেবে বদলি করা হয়। তিনি ডিএমপি ঢাকা থেকে দায়িত্বভার অর্পণের পর থেকে অদ্যাবধি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিংবা এপিবিএন ও বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়িতে যোগদান না করে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। কর্মস্থলে যোগদানের নিমিত্ত অনলাইনে আহ্বান এবং লিখিত নোটিশ দেয়া সত্ত্বেও তিনি হাজির হননি। তিনি গত ১১-০৮-২০২৪ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতিকাল ৬০ (ষাট) দিনের বেশি হওয়ায় পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ১৯-১১-২০২৪ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৩-০৭-২০২৫ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুযায়ী "পালায়ন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক (মামলা নং ২৬/২০২৫) কারণ দর্শানো হয়; এবং

০২। যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান না করায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় অভিযোগ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক গত ১৫-০৯-২০২৫ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ০৮-০৪-২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে **"চাকরি হতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ০৫-০৫-২০২৬ তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব প্রদান করেননি; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসজ্ঞিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "পলায়ন"এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে **"চাকরি হতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গত ২৩-০৬-২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-কে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গত ১৪-০৭-২০২৬ তারিখে তাঁকে **"চাকরী হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী তাঁকে **"চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ১০-০৮-২০২৬ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

০৬। সেহেতু, জনাব মোঃ গোলাম রুহানী, পিপিএম (বিপি-৯১১৮২২০৫৯৩), সাবেক সহকারী পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি মোতাবেক "পালায়ন" এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় (মামলা নং ২৬/২০২৫) প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালায় ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে পলায়নের তারিখ ১১-০৮-২০২৪ থেকে **"চাকুরী হইতে বরখাস্ত"** করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০১৫৫.২৫-৩৭৭**—যেহেতু, জনাব রাজন কুমার দাস (বিপি-৮৪১২১৪৭৭২৩), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে ৮ এপিবিএন, উখিয়া, কক্সবাজার-এ কর্মরত থাকাবস্থায় গত ২৫-১২-২০২৪ তারিখ অপরাহ্ন হতে ৩০-১২-২০২৪ তারিখ অপরাহ্ন পর্যন্ত মোট ০৫ (পাঁচ) দিনের অনুমোদিত নৈমিত্তিক ছুটি ভোগের উদ্দেশ্যে কর্মস্থল হতে প্রস্থান করেন। ছুটি ভোগ শেষে ৩১-১২-২০২৪ তারিখ পূর্বাহ্নে কর্মস্থলে হাজির হওয়ার নির্দেশনা থাকলেও তিনি যথাসময়ে কর্মস্থলে হাজির না হয়ে অতিবাস করেন। যথাসময়ে কর্মস্থলে হাজির না হওয়ায় তাঁকে কর্মস্থলে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়। বিধি মোতাবেক নোটিশগুলো জারি করা সত্ত্বেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেননি কিংবা তাঁর অবস্থান সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। তিনি গত ৩১-১২-২০২৪ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতিকাল ৬০ (ষাট) দিনের বেশি হওয়ায় পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ১২-০৮-২০২৫ তারিখ তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। গত ২৫-০৮-২০২৫ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে **"অসদাচরণ" ও "পলায়ন"** এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক (মামলা নং ১৫৫/২০২৫) কারণ দর্শানো হয়; এবং

০২। যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান না করায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় অভিযোগ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক গত ১৯-০১-২০২৬ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ১৫-০৩-২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক **"চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ২৩-০৪-২০২৬ তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব প্রদান করেননি; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে **"চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গত ২২-০৬-২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গত ১৪-০৭-২০২৬ তারিখে তাঁকে **"চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী তাঁকে **"চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ১০-০৮-২০২৬ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

০৬। সেহেতু, জনাব রাজন কুমার দাস (বিপি-৮৪১২১৪ ৭৭২৩), সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ৮ এপিবিএন, উখিয়া, কক্সবাজার-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পালায়ন" এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় (মামলা নং ১৫৫/২০২৫) প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালায় ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে পলায়নের তারিখ ৩১-১২-২০২৪ থেকে **"চাকুরী হইতে বরখাস্ত"** করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/১১ আগস্ট ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.৭০০**—যেহেতু, জনাব আমরীন খাইরুল, পিপিএম-সেবা (বিপি-৮৫১৩১৬৬১৮৬), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা বিগত ২১-১২ ২০২৪ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্ম হতে অনুপস্থিত থাকার কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

০২। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্ম হতে অনুপস্থিতির শাস্তিযোগ্য অপরাধে একই বিধিমালার বিধি ১২(১) অনুযায়ী বিগত ২১-১২-২০২৪ তারিখ হতে তাঁকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

০৩। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী জনাব আমরীন খাইরুল, পিপিএম-সেবা (বিপি-৮৫১৩১৬৬১৮৬), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা-কে বিগত ২১-১২-২০২৪ তারিখ থেকে চাকুরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

০৪। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ শ্রাবণ ১৪৩৩/১২ আগস্ট ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০০৪২.২৪-৩৭৫**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম (বিপি-৭৮০৬১২৩৯৮৮), সহকারী পুলিশ সুপার, ৪-এপিবিএন, বগুড়া; তিনি রূপপুর পারমানবিক বিদুৎ কেন্দ্রের এপিবিএন ক্যাম্পের ইনচার্জ হিসেবে কর্মকালীন তাঁর বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগসমূহ উত্থাপিত হয়:

(ক) তিনি গত ২৫-১০-২০২২ তারিখে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ক্যাম্প ত্যাগ করে রাত আনুমানিক ০৯:০০-১০:০০ ঘটিকার সময় রাজশাহী জেলার বাগমারা থানাধীন মাদানীগঞ্জ বাজোরে গমন করেন অতঃপর তার নিয়ন্ত্রণাধীন এসআই (নিরস্ত্র) জনাব উৎপল কুমার সরকার ও ব্যাটালিয়ন টিএসসি নং-১০১/২২-এর পুলিশ সদস্যদের নিয়ে সাদা পোশাকে তুষার টেলিকম নামক মোবাইল ফোনের দোকানে এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি এপিবিএন ক্যাম্পে নিয়োজিত কনস্টেবল/৪৬৯৫ জনাব মোঃ রাকিবুল ইসলাম ও এসআই (নিরস্ত্র) জনাব উৎপল কুমার সরকারকে সহযোগী হিসেবে বিধি-বহির্ভূতভাবে অভিযানে অংশগ্রহণ করান। তিনি বর্ণিত তারিখ ও সময়ে "তুষার টেলিকম" নামক দোকানে বেআইনী/এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে অভিযান পরিচালনা করে উক্ত দোকানের মালিক জনাব মো: তৌহিদুল ইসলাম তুষার, পিতা-মোঃ খোরশেদ আলম, সাং-লাউপাড়া, থানা-বাগমারা, জেলা রাজশাহী এর হেফাজত হতে ১১ (এগারো)টি ভারতীয় মোবাইল ফোনসেট আটক করে এসআই (নিরস্ত্র) জনাব মো: ইব্রাহিম খলিল, বাগমারা থানা, রাজশাহীর নিকট হস্তান্তর করেন;

(খ) তিনি এসআই (নিরস্ত্র) জনাব উৎপল কুমার সরকার, সোর্স জনাব টুটুল এবং ব্যাটালিয়ন টিএসিসি নং ১০১/২২-এর পুলিশ সদস্যদের নিয়ে ২৬-১০-২০২২ তারিখ রাত আনুমানিক ০১:৩০-০২:০০ ঘটিকার সময় রাজশাহী জেলার বাঘা থানাধীন সরেরহাট গ্রামে জনাব মো: সোহাগ আহমেদ, পিতা-মৃত কালু সরদার-এর বাড়িতে এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে অভিযান পরিচালনা ও তল্লাশি করেন। সেখানে ইমো হ্যাকার হিসেবে জনাব মো: সোহাগ আহমেদ ও তার মা জনাব মোছা: মনোয়ারা বেওয়াকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে ০১ (এক) লক্ষ টাকা উৎকোচ দাবি করেন। দাবিকৃত টাকা না পেয়ে জনাব মো: সোহাগ আহমেদ ও স্থানীয় ইউপি সদস্য জনাব মো: কালাম সরকারকে আটক করে সিএনজিযোগে বাঘা বাজারে নিয়ে সেখানে অবস্থিত ডাচ-বাংলা ব্যাংকের এটিএম বুথ হতে জনাব মো: সোহাগ আহমেদের মাধ্যমে তাঁর মায়ের এটিএম কার্ড ব্যবহার করে ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা উত্তোলন করে হস্তগত করেন। দাবিকৃত অবশিষ্ট টাকা আদায়ের লক্ষ্যে এটিএম কার্ডটি নিজের হেফাজতে রেখে জনাব মো: সোহাগ আহমেদ ও জনাব মো: কালাম সরকারকে ছেড়ে দেন। তিনি বেআইনীভাবে নিজ দখলে রাখা উক্ত এটিএম কার্ডটি জনাব মো: সোহাগ আহমেদকে ফেরত প্রদানের বিনিময়ে অবশিষ্ট টাকা আদায়ের লক্ষ্যে গত ১৬-১০-২০২২ তারিখ দুপুর আনুমানিক ১৪:০০-১৪:৩০ ঘটিকায় এসআই (নিরস্ত্র) জনাব উৎপল কুমার সরকার ও সোর্স টুটুলকে নিয়ে সাদা পোশাকে সিএনজিযোগে বাঘা উপজেলা চত্বরে গমন করলে স্থানীয় লোকজন কর্তৃক ভুয়া পুলিশ হিসেবে ঘেরাও হন। জনতা কর্তৃক ঘেরাওয়ের সংবাদ পেয়ে বাঘা থানার তৎকালীন অফিসার ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জনাব মো: সাজ্জাদ হেসেনের নির্দেশে এসআই (নিরস্ত্র) জনাব মো: আজিজুল হক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে তাঁকে ও এসআই (নিরস্ত্র) জনাব উৎপল কুমার সরকারকে উদ্ধার করেন। বর্ণিত বিষয়ে তিনি তাঁর কথামতো সাক্ষ্য দিতে মোবাইল ফোনে জনাব মোছা: মনোয়ারা বেওয়াকে চাপ প্রয়োগ ও হুমকি প্রদান করেন মর্মে অনুসন্ধানে প্রতীয়মান হয়;

(গ) তিনি গত ০৬-১১-২০২২ তারিখ হতে ১০-১১-২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) দিন মেয়াদী "সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন" ট্রেনিং কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য গত ০৫-১১-২০২২ তারিখ অপরাহ্নে এপিবিএন হেডকোয়ার্টার্স ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু ০৯-১১-২০২২ তারিখ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের জরুরি বিভাগের প্রদত্ত চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্রে বিশ্রামের কথা উল্লেখ না থাকলেও এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট প্রেরণের সুপারিশ না করা হলেও ঢাকাস্থ রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল বা অন্য কোনো সরকারি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট না যেয়ে তিনি অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে সিটি ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক নামক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক ডাঃ মো: রেজাউল আলম জুয়েল এর প্রদত্ত চিকিৎসাপত্রে ০১ (এক) সপ্তাহের পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ গ্রহণ করেন। উক্ত অজুহাতে তিনি কোর্স সমাপ্ত না করে এবং অধিনায়ক, ৪-এপিবিএন বগুড়াকে না জানিয়ে ০৯-০২-২০২২ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করেন; এবং

(ঘ) তিনি প্রচলিত বিধি পরিপন্থিভাবে নিজ উদ্যোগে গৃহীত ডাক্তারের পরামর্শক্রমে বিশ্রামে থাকাকালীন কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে সাদা পোশাকে বেআইনী এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে গত ১১-১১-২০২২ তারিখ সন্ধ্যা আনুমানিক ০৭:৩০ ঘটিকায় তাঁর কথিত রানার কনস্টেবল/৪৬৯৫ জনাব মো: রাকিবুল ইসলাম এবং একজন নারী সোর্সসহ ৪/৫ জন লোক নিয়ে রাজশাহী জেলার বাঘা থানাধীন সরেরহাট বাজার হতে প্রথমে ইউপি সদস্য জনাব মো: কালাম সরকারকে এবং পরবর্তীতে জনাব মোছা: মনোয়ারা বেওয়ার বাড়িতে অনুপ্রবেশ করে তাঁকে ও তাঁর বোনের ছেলে জনাব মো: সেন্টু প্রামানিককে আটক করে প্রাইভেটকারযোগে বগুড়া, ৪-এপিবিএন, সদর দপ্তর, বগুড়ায় নিয়ে যান। জনাব মোছা: মনোয়ারা বেওয়া ও জনাব মো: সেন্টু প্রামানিককে আটককালে তাঁরা আটকের কারণ জানতে চাইলে তাঁর হাতে থাকা পিস্তল দিয়ে তাঁদের মাথায় আঘাত করে জখম করেন এবং এর প্রতিবাদ করায় জনাব মো: সেন্টু প্রামানিকের মা শুকজানকেও চড় মারেন। তিনি জনাব মোছা: মনোয়ারা বেগমের নিকট হতে তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নিয়ে পরে আর ফেরত দেননি বা কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করেননি; এবং

০২। যেহেতু, বর্ণিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২৪-১২-২০২৩ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। গত ২৪-০৭-২০২৪ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ"-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক (মামলা নং ৪২/২০২৪) অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তিনি গত ০১-০৯-২০২৪ তারিখে অভিযোগনামার জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং গত ১৯-০২-২০২৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিঅন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভবনা থাকায় অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক গত ২৩-০৬-২০২৫ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ৩০-১১-২০২৫ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক **"চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ২২-০১-২০২৬ তারিখে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি গত ১১-০৩-২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন; এবং

০৫। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, অভিযোগের গুরুত্ব, সিরিয়াল অপরাধমূলক কাজের বিবরণ ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(খ) বিধি মোতাবেক তাঁকে "চাকুরি হইতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" সূচক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গত ২০-০৪-২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গত ২৫-০৬-২০২৬ তারিখে তাঁকে "চাকুরী হইতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৬। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) অনুযায়ী তাঁকে "চাকুরী হইতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ০৯-০৮-২০২৬ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

০৭। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম (বিপি-৭৮০৬১২৩৯৮৮), সহকারী পুলিশ সুপার, ৪-এপিবিএন, বগুড়া-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ"-এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় (মামলা নং ৪২/২০২৪) প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালায় ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতবেক গুরুদন্ড হিসেবে তাঁকে **"চাকুরী হইতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান"** করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ ১৪৩৩/১১ আগস্ট ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২২৫.২২.০০০১.২৬-৭৫**—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলা সমূহের অভিযোগসমূহের অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sancation) জ্ঞাপন করা হলো:

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং, তারিখ ও ধারা
০১	মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ বিপি-৭৪০১১১৯৭৫৩ বিসিএস ২০তম ব্যাচ, সাবেক ডিবি প্রধান, ডিএমপি, ঢাকা।	মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-৬৩, তারিখ: ২৮-০৯-২০২৪ খ্রি. পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ৩০২/৩৪ ধারা
		ধানমন্ডি থানার মামলা নং-০৭, তারিখ: ১৯-০৯-২০২৪ খ্রি. পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ৩০২/২০১/৩৪ ধারা
০২	বিপ্লব কুমার সরকার বিপি-৭২০৩১২২৫৯৬ বিসিএস ২১তম ব্যাচ, সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি (যুগ্ম কমিশনার, ডিএমপি), ঢাকা।	মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-৬৩, তারিখ: ২৮-০৯-২০২৪ খ্রি. পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ৩০২/৩৪ ধারা
		ধানমন্ডি থানার মামলা নং-০৭, তারিখ: ১৯-০৯-২০২৪ খ্রি. পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ৩০২/২০১/৩৪ ধারা
০৩	সঞ্জিত কুমার রায় বিপি-৭২০৩০২৭৮০৭ বিসিএস ২১তম ব্যাচ, সাবেক যুগ্ম কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা।	ধানমন্ডি থানার মামলা নং-০৭, তারিখ: ১৯-০৯-২০২৪ খ্রি. পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ৩০২/২০১/৩৪ ধারা

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.০৪.০০৩০.২২.৯৪**—এতদ্দ্বারা অদিষ্ট হয়ে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, টাঙ্গাইল এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার মামলা নং-১৯, তারিখ: ২৭-০১-২০২৫ খ্রি., মামলাটির অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ধারা-২৯৫ ক ধারা তৎসহ সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩-এর ২৫/২৮/৩১ ধারামতে অভিযোগ দাখিলের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৬ ধারার বিধান মেতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আকন্দ মোহাম্মদ ফয়সাল উদ্দীন
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ শ্রাবণ ১৪৩৩/০৩ আগস্ট ২০২৬

নং ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১৩০.২৩-২৩৭—যেহেতু, জনাব মো: বদরুল ইসলাম, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, গোয়াইনঘাট, সিলেট এর-বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, তিনি পরিবার কল্যাণ সহকারী, লাকী চন্দ, পিতা: গোবিন্দ চন্দ, মাতা: মিনতি চন্দ, গ্রাম-চলিতাবাড়ি, পো: চারুটিকর, উপজেলা: গোয়াইনঘাট, সিলেট-এর স্থায়ী ঠিকানা সঠিক না হওয়ায় প্রতিবেদন জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। তা সত্ত্বেও জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় হতে তার (লাকী চন্দ) নিয়োগপত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে তার কার্যালয় হতে উক্ত যোগদানপত্র গ্রহণ করা হয়। বিষয়টি তিনি জানা সত্ত্বেও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করেননি;

০২। যেহেতু, উক্ত অপরাধের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে আনয়নক্রমে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ১৬-০১-২০২৫ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১৩০.২৩-১৩ নং স্মারকে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

০৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ২৭-০৪-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

০৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

০৫। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ বদরুল ইসলাম, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, গোয়াইনঘাট,-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট নথি পরীক্ষা করা হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়। সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে জনাব মোঃ বদরুল ইসলাম, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, গোয়াইনঘাট-কে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এ বিধি ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক লঘুদন্ড হিসেবে 'তিরস্কার' দন্ড প্রদান করা হলো।

০৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ কামরুজ্জামান চৌধুরী
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ শ্রাবণ ১৪৩৩/০৯ আগস্ট ২০২৬

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.২২৩.২৬-২৪০**—মিজ্ হালিমা খাতুন, সহকারী পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, চুয়াডাঙ্গা-এর বিরুদ্ধে মুন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র হতে জানা যায় যে, প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় আবেদন না করেও মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের কোটায় ২৯তম বিবিএস-এ পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডারে নিয়োগ লাভের অভিযোগে মিজ্ হালিমা খাতুন, সহকারী পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, চুয়াডাঙ্গা-এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় দুর্নীতি দমন কমিশনে মামলা রুজু করা হয়। এ সকল অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, প্রশাসনিক কারণে এবং দাপ্তরিক শৃঙ্খলার স্বার্থে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ১২ মোতাবেক মিজ্ হালিমা খাতুন, সহকারী পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, চুয়াডাঙ্গা-কে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

০৩। তিনি প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্তকালীন নির্ধারিত হারে খোরাকী, বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ও উৎসব ভাতা প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ কামরুজ্জামান চৌধুরী
সচিব।

পার -২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/০৩ আগস্ট ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৯.০০.০০০০.১১০.৯৯.০২৮.২৪.৪০৯**—শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট আইন, ২০০২ এর ৬ নং ধারা মোতাবেক নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকার "বোর্ড অব গভর্নরস" গঠন করা হলো:-

চেয়ারম্যান

(ক) মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ০২ (দুই) জন সংসদ সদস্য

(১) ডা. সানসিলা জেবরিন, মাননীয় সংসদ সদস্য

(২) জনাব মাহমুদা হাবীবা, মাননীয় সংসদ সদস্য

(গ) সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (পদাধিকার বলে)

(ঘ) সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (পদাধিকার বলে)

(ঙ) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পদাধিকার বলে)

(চ) মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা (পদাধিকার বলে)

(ছ) সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন, ঢাকা (পদাধিকার বলে)

(জ) মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা (পদাধিকার বলে)

(ঝ) সরকর কর্তৃক মনোনীত একজন প্রখ্যাত শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ

(১) অধ্যাপক ডা. মো. সফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, শিশু বিভাগ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

(ঞ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ

(১) অধ্যাপক ডা. ফাহমিদা নাজ মুস্তাফা, অধ্যাপক, গাইনি বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

(ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন দুইজন ব্যক্তি

(১) রেহানা ফেরদৌসী, পুষ্টিবিদ, সহযোগী অধ্যাপক, কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (কোডা) ধানমন্ডি, ঢাকা

(২) ড. শায়লা নাসরিন, পুষ্টিবিদ, সিভিল সার্জন কার্যালয়, আজিমপুর, ঢাকা

সংযুক্ত-শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ,মাতুয়াইল, ঢাকা

(ঠ) নির্বাহী পরিচালক ব্যতীত ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে একজন জ্যেষ্ঠতম মেডিকেল অফিসার

(১) ডাঃ মোহাম্মদ আহসানুল হক, সহযোগী অধ্যাপক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), শিশু বিভাগ ও যুগ্ম-পরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা

সচিব

(ড) নির্বাহী পরিচালক, শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা

"বোর্ড অব গভর্নরস" এর কার্য-পরিধি:

(১) ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি পরিচালনা ও প্রশাসন একটি "বোর্ড অব গভর্নরস" এর উপর ন্যস্ত থাকবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম বোর্ড অব গভর্নরসও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে;

(২) ইনস্টিটিউট তার কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে;

(৩) মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে, শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ কোনোরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোনো সদস্যকে তার পদ হতে যে কোনো সময় অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে; আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোনো সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন, কিন্তু সরকার কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পদত্যাগ কার্যকর হবে না;

(৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো সংসদ সদস্য পরবর্তীতে সংসদ সদস্য হিসেবে না থাকলে তার পদ শূন্য হবে এবং তদস্থলে ০১ (এক) জন নতুন সংসদ সদস্য মনোনীত হবেন;

(৫) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ পত্র জারির তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ মকবুল হোসেন
যুগ্মসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পানি সরবরাহ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩৩/০৪ আগস্ট ২০২৬

নং **৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১৮.০১৩.১১(অংশ-১)-৪৭৮**—"পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০২৬" এর ধারা ৬(১) অনুযায়ী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে যুগ্মসচিব (পানি সরবরাহ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ-কে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৭ শ্রাবণ ১৪৩৩/২২ জুলাই ২০২৬

নং **৪৬.০০.০০০০.০৮৫.২৮.০২৫.২০২২(অংশ-১)-৪৪২**—"পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০২৬" এর ধারা ৬(১) অনুযায়ী কুমিল্লা ওয়াসা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি ব্যবহারকারীগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে জনাব আশিকুর রহমান মাহমুদ, পিতা: হাজী আবদুর রহিম মাহমুদ, মাতা: জাহানারা মাহমুদ, বাড়ী নম্বর: ৪১৬, মুন্সেফ বাড়ী, কুমিল্লা আর্দশ সদর, কুমিল্লা-কে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৮ শ্রাবণ ১৪৩৩/২৩ জুলাই ২০২৬

নং **৪৬.০০.০০০০.০০০.০৮৫.১৯.০০১.২০২৬-৪৪৬**—"পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০২৬" এর ধারা ৬(১) অনুযায়ী সিলেট ওয়াসা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি ব্যবহারকারীগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে জনাব মিফতাহ্ আহমদ সিদ্দিকী, পিতা: দিলওয়ার হোসেন সিদ্দিকী, ৬২, হাউজিং এস্টেট, আম্বরখানা, সিলেট-কে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোছা: শাকিলা পারভীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৫ শ্রাবণ ১৪৩৩/০৯ আগস্ট ২০২৬

নং **৪৬.০০.০০০০.০০০.০৮৫.১৯.০০১.২০২৬-৪৯৫**—"পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০২৬" এর ধারা ৭(১) অনুযায়ী জনাব মিফতাহ্ আহমদ সিদ্দিকী, পিতা: দিলওয়ার হোসেন সিদ্দিকী, ৬২, হাউজিং এস্টেট, আম্বরখানা, সিলেট-কে সিলেট ওয়াসা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৬.০০.০০০০.০৮৫.২৮.০২৫.২০২২(অংশ-১)-৪৯৬**—"পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০২৬" এর ধারা ৭(১) অনুযায়ী জনাব আশিকুর রহমান মাহমুদ, পিতা: হাজী আবদুর রহিম মাহমুদ, মাতা: জাহানারা মাহমুদ, বাড়ী নম্বর: ৪১৬, মুন্সেফ বাড়ী, কুমিল্লা আর্দশ সদর, কুমিল্লা-কে ওয়াসা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোছা: আকতারুন নেছা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শিশু সুরক্ষা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/০৯ আগস্ট ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩২.০০.০০০০.০০০.০৪১.০৬.০০০৫.১৪.১৪২—বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন ২০১৮ এর ৬(১) ধারামতে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ব্যবস্থাপনা বোর্ডে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে সরকার কর্তৃক মনোনীত করা হলো:

সদস্যবৃন্দ

১. খন্দকার ফরহানা ইয়াসমিন আতিকা
০৬৭, পশ্চিম দাসোরা, মাজার রোড, দুধ বাজার, জেলা: মানিকগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭২০৩৩৯১৯০

২. এলিজা জামান
হোটেল পদ্মা, নড়াইলপাড়া, পিরোজপুর
মোবাইল: ০১৯১৬৬৬৫৪৮

সদস্যবৃন্দ

৩. মোঃ রফিকুল ইসলাম
রানাভোলা, রোড নং-৪, বাসা নং-৪, তুরাগ, ঢাকা
মোবাইল: ০১৯১১১০৮৯৮৩

৪. শাহিন আক্তার (শিমুল)
গ্রাম: চানপারা, উপজেলা: চৌগাছা, জেলা: যশোর
মোবাইল: ০১৯৯১৮১৫১৯৭

২। সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ৩ (তিন) বছরের স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

৩। সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণের স্বীয় পদ থকে অব্যাহতি, পদত্যাগ ইত্যাদি বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

৪। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফাইযুল ওয়াসীমা নাহাত
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/০৬ আগস্ট ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.২০৫.২৬.৫৪১**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-১০১৫৬৯ লে. কর্নেল মোঃ আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, এএমসি-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস) ৯(এ) আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮(সি), ২৫৩(এ), ২৬১ এবং ২৬৯(এ) অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে 'বরখাস্ত' করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের 'বরখাস্ত' কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাকির হোসেন
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩৩/০৪ আগস্ট ২০২৬

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭২.২৪.১৮৫**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	চক্ তেলিগাতী	১৫	১৪৫৯	৪	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট
২	গুলিশাখালী	১১০	১৯২২	৫	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট
৩	গুয়াতলা	১১২	২৩৪৩	৬	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ ১৪৩৩/১০ আগস্ট ২০২৬

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭১.১৯.১৯০**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
০১	দড়া	৩৮	১৩৯২	০২	গোলাপগঞ্জ	সিলেট	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ২০৮৮৩/২০২৫ বিচারাধীন থাকায় ১৮, ১৯, ৬৯, ২১৬, ২৩৪, ২৩৬, ৩২৩, ৯১৪ ও ১৩৯৫ নং আর. এস ডিপি খতিয়ান ব্যতিরেকে।

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ ১৪৩৩/১১ আগস্ট ২০২৬

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭৭.২৪-১৯২**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	বেড়াখাই	৮০	৩৯০	০১	বিরামপুর	দিনাজপুর
২	গোপালপুর	১৫	৪১৭	০১	বিরামপুর	দিনাজপুর
৩	বুজরুক বাসুদেবপুর	৭৬	৪৪৭	০২	বিরল	দিনাজপুর
৪	পশ্চিম রামচন্দ্রপুর	১১৪	১৩১	০১	বিরল	দিনাজপুর
৫	দরবারপুর	১৫৭	২৪০	০১	বিরল	দিনাজপুর
৬	পলাশবাড়ী	২২৫	৯৬০	০২	বিরল	দিনাজপুর
৭	চক ইসব	২১	২০৫	০১	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
৮	রসুলপুর	৭৫	৫৩৩	০১	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
৯	বলিভদ্রপুর	১৬৫	৫৭৬	০১	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
১০	বনবাড়ী	১৯	৩৯৪	০২	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
১১	নোধাবাড়ী	৩৪	১৮৬	০১	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
১২	শিবপুর	৪২	৩১৬	০১	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
১৩	ইনুয়া	৪৪	২৪৯	০১	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
১৪	ভাদুয়া	৪৭	২০৭	০১	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
১৫	পূর্ব্ব হাজীপুর	১১১	১৩০	০১	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
১৬	বোয়ালিয়া	২০	১৮৬	০১	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
১৭	কশালবাড়ী	৩১	২২৪	০১	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
১৮	আরাজী বড়পুগী	১৬৩	১৭৭	০১	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
১৯	আরাজী রামপুর	১৭০	২১০	০১	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
২০	ডোডাপাড়া	১৮৬	২২২	০১	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
২১	সাবাজপুর	২৬	১০৫৭	০২	বালিয়াডাঙ্গী	ঠাকুরগাঁও
২২	চোচপাড়া	৫১	৯৮৭	০২	বালিয়াডাঙ্গী	ঠাকুরগাঁও
২৩	রাঘবপুর	৫৩	৩৫১	০১	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
২৪	পাটগাঁও	৯৫	৪২৪	০১	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
২৫	চৌরোল	১১০	১৯৬	০১	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
২৬	সিংপাড়া	১১৭	১৪৪	০১	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
২৭	কোচোল	১২৪	৪১৮	০১	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
২৮	আরাজী শিকারপুর	৯০	৬২১	০২	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
২৯	উপঞ্চৌকী ভাজনী	৪৬	২৫৪	০২	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
৩০	অর্জ্জুন বেগুনী	১৩৪	২৬৯	০১	বোদা	পঞ্চগড়
৩১	আরাজী শিকারপুর	১৪০	২০৫	০১	বোদা	পঞ্চগড়
৩২	শাহ্ পুর	১২৫	৩৮০	০২	বোদা	পঞ্চগড়
৩৩	শালবাড়ী	১০৯	২০১২	০৯	বোদা	পঞ্চগড়

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ শ্রাবণ ১৪৩৩/২০ জুলাই ২০২৬

নং **০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০০৪.২৪-৮১**—ড. মোঃ গোফরান ফারুকী (পরিচিতি নং-১৫৩২৬), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিগত ২৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে লিয়েনের আবেদন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অবস্থিত MGM Certified Practising Accountants (CPAs) LTd শীর্ষক সংস্থায় Senior Administration Officer পদে চাকরি করার জন্য ২৪-০৬-২০১৯ থেকে ২৩-০৬-২০২১ পর্যন্ত মোট ০২ (দুই) বছর মেয়াদে তাঁর অনুকূলে লিয়েন মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪-০৬-২০২১ থেকে ২৩-০৬-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ০২ (দুই) বছর লিয়েনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। তাঁর অনুকূলে অনুমোদিত মোট ০৪(চার) বছর লিয়েনের মেয়াদ শেষে তিনি পূর্বের লিয়েনের ধারাবাহিকতায় ২৪-০৬-২০২৩ থেকে ২৩-০৬-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর লিয়েন বর্ধিতকরণের জন্য গত ৩০-০৪-২০২৩ তারিখে আবেদন করেন। লিয়েন বর্ধিতকরণের আবেদনটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক না-মঞ্জুর হওয়ায় যথাসময়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করার জন্য গত ০৪ জুন ২০২৩ তারিখ তাঁকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি অদ্যাবধি চাকরিতে যোগদান করেননি। তিনি অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত ৬০ দিনের ঊর্ধ্বে মোট ০১ বছর ১৩ দিন অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থান করায় চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখা হতে তাঁর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। ড. মোঃ গোফরান ফারুকী (পরিচিতি নং-১৫৩২৬)-এর এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় উল্লিখিত অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা-১১/২০২৪ রুজু করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, ড. মোঃ গোফরান ফারুকী (পরিচিতি নং-১৫৩২৬)-কে গত ১০-০৭-২০২৪ তারিখে কারণ দর্শানো হলে তিনি নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও লিখিত জবাব দাখিল করেননি। সেপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(৩) অনুযায়ী উক্ত অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য ড. ওয়াহিদা মুসাররত অনীতা (পরিচিতি নম্বর-৬৮৩২), যুগ্মসচিব, মুদ্রণ ও পরিবহন অধিশাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে উক্ত বিভাগীয় কার্যধারা-১১/২০২৪ এর তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা ড.ওয়াহিদা মুসাররত অনীতা (পরিচিতি নম্বর-৬৮৩২), গত ১৫-১২-২০২৬ তারিখে ড. মোঃ গোফরান ফারুকী-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী আনীত যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

০৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে **'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ'** গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে লক্ষ্যে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ তাঁর বর্তমান ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা ও ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়। তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হলে সেটি ফেরত আসে; এবং

০৫। যেহেতু, ড. মোঃ গোফরান ফারুকী (পরিচিতি নং-১৫৩২৬), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটেশের জবাব দাখিল না করার পরিপ্রেক্ষিতে **'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ'** নামীয় গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি মোতাবেক প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর ৬ নং প্রবিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন; এবং

০৬। সেহেতু, ড. মোঃ গোফরান ফারুকী (পরিচিতি নং-১৫৩২৬), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়- এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'- এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধিমতে গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে পলায়নের তারিখ অর্থাৎ ২৪-০৬-২০২৩ তারিখ হতে **'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ'** গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৭। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ ১৪৩৩/১১ আগস্ট ২০২৬

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৪২.২৬-৬৩৭**—যেহেতু, জনাব শামীম আহমাদ (পরিচিতি নম্বর-১০৯২০০৩৩), উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, মাদারীপুর সদর (উপজেলা নির্বাচন অফিস, দৌলতপুর, কুষ্টিয়ায় বদলির আদেশাধীন) এর বিরুদ্ধে সেবা প্রার্থীদের হয়রানি করা, নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা, ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়মিত ভোটার রেজিস্ট্রেশন না করা এবং সেবা সহজীকরণে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়; ভোটার নিবন্ধনের জন্য আগত সেবা প্রার্থী জনাব শাহাদাত খান, পিতা-মন্নান খান, সাং-মধ্য হাউসদী, ডাকঘর-দূর্গাবদ্দী, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর এর ট্রাভেল পাসের মাধ্যমে বাংলাদেশে আসার বিষয়টি তিনি অবগত ছিলেন; তিনি আবেদনকারীর নিবন্ধন ফরম-২ ও সংযুক্ত অন্যান্য কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও তার পাসপোর্ট ছাড়া নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন না মর্মে শাহাদাত খান- কে হয়রানি করেছেন; ভুক্তভোগী শাহাদাত খান নিরূপায় হয়ে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, মাদারীপুর বরাবর অভিযোগ দায়ের করেন; তৎপ্রেক্ষিতে, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা কর্তৃক তার অফিস পরিদর্শনকালে শাহাদাত খানের ভোটার নিবন্ধনের প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি পরিদর্শন টিম ও সেবা গ্রহীতার সম্মুখে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, মাদারীপুর এর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন;

যেহেতু, কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা উপেক্ষা করে তিনি সপ্তাহে ১/২ দিন নিবন্ধনের জন্য আগত ভোটারের বায়োমেট্রিক গ্রহণ করেন; উক্ত সময়ে ভোটারদের প্রচুর ভিড় জমে এবং সেবাপ্রার্থীরা ভোগান্তির সম্মুখীন হয়ে থাকেন; তিনি সেবা প্রার্থীদের নিকট অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়ে প্রায়শঃ তাদের হয়রানি করেন; তিনি কখনো ভোটারদের সেবা সহজীকরণে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি মর্মে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট পরিলক্ষিত হয়; তিনি ১৫(পনেরো) জন (NIDFN120199093, NIDFN120188599, NIDFN119005557, NIDFN120203019, NIDFN119839967, NIDFN120156608, NIDFN120203186, NIDFN120218567, NIDFN120266067, NIDFN120282553, NIDFN120232434, NIDFN120058412, NIDFN119630356, NIDFN114275397, NIDFN120463075) ভোটারদের বায়োমেট্রিক গ্রহণের পর বিলম্বে তথ্য আপলোড করেছেন; রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসেবে তিনি নিবন্ধন কার্য পরিচালনায় শৈথিল্য প্রদর্শন করতঃ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন এবং নির্বাচন কমিশনের ভোটার নিবন্ধন কার্য প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন;

যেহেতু, প্রাথমিক তদন্তে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা নম্বর-০৭/২০২৬ রুজু করতঃ অভিযোগনামায় কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি অভিযোগনামার লিখিত জবাব প্রদান পূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন; গত ০৬-০৮-২০২৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; শুনানিতে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেন এবং অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক ভবিষ্যতে অধিকতর সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন মর্মে অঙ্গীকার করেছেন;

যেহেতু, শুনানি অন্তে নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রবাসী ভোটার জনাব শাহাদাত খান এর দাখিলকৃত নিবন্ধনের আবেদন ও তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে আবেদনকারীর পাসপোর্টের কপি চাওয়া হয়; আবেদনকারী জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, মাদারীপুর বরাবর অভিযোগ দায়ের করেন এবং জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ১৮-০৫-২০২৬ তারিখে তার অফিস পরিদর্শনে এসে তাকে উক্ত ভোটারের নিবন্ধন বিষয়ে জানতে চান; দাপ্তরিক ব্যস্ততা ও পারিবারিকভাবে মানসিক বিষণ্নতার মধ্যে উক্ত সময়ে তিনি জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার সাথে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল বশতঃ অসৌজন্যমূলক আচরণ করে ফেলেন; অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার নিজের ভুল অনুধাবনের পর উক্ত কর্মকর্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং উক্ত ভোটারের নিবন্ধন সম্পন্ন করেন; এছাড়া, রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসেবে তিনি নিবন্ধন কার্য পরিচালনায় যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন মর্মে অঙ্গীকার করেন; রেকর্ডপত্রে ইতিপূর্বে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই; নবীন কর্মকর্তা হিসেবে ভবিষ্যতে দায়িত্বে পালনের ক্ষেত্রে তাকে কঠোরভাবে সতর্ক করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব শামীম আহমাদ (পরিচিতি নম্বর-১০৯২০০৩৩), উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, মাদারীপুর সদর (উপজেলা নির্বাচন অফিস, দৌলতপুর, কুষ্টিয়ায় বদলির আদেশাধীন)-কে ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। একই সাথে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করতঃ বিভাগীয় মামলা নম্বর-০৭/২০২৬ নিষ্পত্তি করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৫১.২৫-৬৩৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-১০৯১১০০৩), উপজেলা নির্বাচন অফিসার, দোহার, ঢাকা (নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সহকারী সচিব হিসেবে বদলির আদেশাধীন) এর বিরুদ্ধে ১৭-০৭-২০২৫ হতে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ১৫ (পনেরো) দিনের বহিঃবাংলাদেশ অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয়; তিনি ২২-০৭-২০২৫ তারিখে বহিঃবাংলাদেশ ছুটিতে গমন করেন এবং ০৫-০৮-২০২৫ তারিখে উক্ত অনুমোদিত ছুটির মেয়াদ শেষ হয়; এতদসত্ত্বেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান না করায় ১৮-০৯-২০২৫ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০১৫.৫৫.০১৩.১১-৫৮৭ স্মারক মূলে তাকে ৩০-০৯-২০২৫ তারিখের মধ্যে কর্মস্থলে যোগদানের আদেশ করা হয়; তিনি কর্তৃপক্ষের আইনানুগ আদেশ অমান্য করে বিনানুমতিতে একাধারে ৬০(ষাট) দিনের অধিককাল কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন; তার এহেন শৃঙ্খলার পরিপন্থী কার্যকলাপের দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এবং বিধি ৩(গ) অনুযায়ী 'পলায়ন' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নম্বর-২২/২০২৫ রুজু করা হয়;

যেহেতু, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ০৫-১১-২০২৫ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৫১.২৫-৩১৫ নম্বর স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী রেজিস্টার্ড ডাকযোগে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরিত হলে তিনি বা তার পক্ষ হতে কেউ তা গ্রহণ না করায় ডাক ফেরত আসে; তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযোগনামার জবাব দাখিল কিংবা ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন না করায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের সিদ্ধান্ত হয়;

যেহেতু, নিযুক্ত তদন্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় তদন্ত সম্পন্ন করে ২২-০৪-২০২৬ তারিখে প্রতিবেদন প্রদান করেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ৩০-০৯-২০২৫ তারিখ হতে বিনানুমতিতে একাধারে ৬০(ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন; তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন; তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণ দেখিয়ে ১৯-০১-২০২৬ তারিখে স্বেচ্ছায় চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদানের আবেদন করেন; আবেদনটি নথিতে উপস্থাপিত হলে তাকে চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; সে মোতাবেক ৩০-০৭-২০২৬ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০০০.০১৫.৫৫.০০১৩.১১-৩৪৯ নম্বর স্মারক দ্বারা ০৫-০৮-২০২৬ তারিখ হতে তাকে সরকারি চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-১০৯১১০০৩), উপজেলা নির্বাচন অফিসার, দোহার, ঢাকা (নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সহকারী সচিব হিসেবে বদলির আদেশাধীন)-কে চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদানের তারিখ ০৫-০৮-২০২৬ হতে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান পূর্বক অত্র বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আখতার আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ক্ষুদ্রঋণ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ শ্রাবণ ১৪৩৩/১১ আগস্ট ২০২৬

নং **৫৩.০০.০০০০.০০০.৪১২.১১.০০০৫.২৬.২৪৭**—সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)-এর আর্টিকেল অব এসোসিয়েশনের আর্টিকেল 6(a) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব কামরুল হক মারুফ, যুগ্মসচিব-কে এসডিএফ-এর সাধারণ পরিষদ ও পরিচালনা পরিষদের সদস্য পদে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ অতুল মন্ডল
উপসচিব।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ ১৪৩৩/১১ আগস্ট ২০২৬

নং **৫৩.০০.০০০০.০০০.৩১১.১১.০০০৩.২৬.৫২৭**—The Bangladesh House Building Finance Corporation Order 1973 এর Article 7(e) অনুযায়ী জনাব ফৌজিয়া খান (১৫৭৪২), যুগ্মসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এর পরিচালনা বোর্ডে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে (বর্তমান মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকা সাপেক্ষে) পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **৫৩.০০.০০০০.০০০.৩১১.১১.০০০৩.২৬.৫২৮**—The Bangladesh House Building Finance Corporation Order 1973 এর Article 7(f) অনুযায়ী কাজী মোঃ ফিরোজ হাসান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এর পরিচালনা বোর্ডে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে (বর্তমান মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকা সাপেক্ষে) পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সফি উল্লাহ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ শ্রাবণ ১৪৩৩/১৩ আগস্ট ২০২৬

নং **৪৫.০০.০০০০.০০০.১৬৩.১১.০০১৯.২৬.১০৮**—বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট আইন ২০২১ এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, ঢাকা, পরিচালনার লক্ষ্যে বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখার গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের ৬৮ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত পরিচালনা বোর্ড হতে (খ) নং সদস্য ডা. মোঃ আবিদ হোসেন মোল্লা, অনারারী সিনিয়র কনসালটেন্ট, শিশু বিভাগ, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা এবং (ট) নং সদস্য অধ্যাপক ডা. সাকিল আহম্মদ, শিশু বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ (অব.) এর অব্যাহতি গ্রহণের আবেদন গৃহীত হওয়ায় তদ্স্থলে (খ) নং সদস্য হিসেবে জনাব এম মোসাদ্দেক হোসেন, চেয়ারম্যান, ইউনিমেড ইউনিহেলথ গ্রুপ ও পরিচালক, ওমরন হেলথকেয়ার বাংলাদেশ লিমিটেড এবং (ট) নং সদস্য হিসেবে অধ্যাপক ডা. আঈনুল ইসলাম, অধ্যাপক (শিশু বিভাগ) ও অধ্যক্ষ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-কে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে প্রতিস্থাপিত করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাহিদা আক্তার
উপসচিব।

পার-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৪ আগস্ট ২০২৬

নং **৪৫.০০.০০০০.১৪৮.১১.০০৮.২৪-৭৬৩**—বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত চাকরিকাল বিএসআর (পার্ট-১) এর ৪২(২) এবং ৩০০(বি) নং বিধি অনুযায়ী মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে পূর্বতন চাকরির ধারাবাহিকতা নির্দেশক্রমে সংরক্ষণের আদেশ প্রদান করা হলো:

নং	নাম ও কোড	বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে মোট চাকরিকাল
১.	ডাঃ মোঃ আবু দারদা (১৫৩৬২৭)	০২-১০-২০২২ তারিখ হইতে ০৮-০২-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত মোট চাকরিকাল ০৩ বছর ০৪ মাস ০৬ দিন

নং	নাম ও কোড	বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে মোট চাকরিকাল
২.	ডাঃ আফসানা খন্দকার মীম (১৫৩১৬৯)	০১-০৩-২০২৩ তারিখ হইতে ৩১-০১-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত মোট চাকরিকাল ০২ বছর ১১ মাস
৩.	ডাঃ মোঃ ইসতেখার (১৫১৩৩৩)	২৪-১২-২০২৩ তারিখ হইতে ৩১-০১-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত মোট চাকরিকাল ০২ বছর ০১ মাস ০৭ দিন

২। বেতন নির্ধারণের জন্য পূর্ব পদের চাকরিকাল গণনার ক্ষেত্রে পূর্ব পদে ভোগকৃত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় বাদ যাবে এবং বর্তমান পদে পূর্বপদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইফুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
এনফোর্সমেন্ট শাখা-০২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/০৯ আগস্ট ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৯.০০.০০০০.০৫৫.২৭.৩১৩.২০২৩-৪৬৩**—যেহেতু বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ ও তদধীনে প্রণীত বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সি পরিচালনার জন্য রিক্রুটিং এজেন্ট ইউনাইটেড ম্যানপাওয়ার কনসালটেন্সি (আর.এল-১২১৬)-এর নামে লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে;

০২। যেহেতু ইস্যুকৃত লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী উক্ত রিক্রুটিং এজেন্টের 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' এবং 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) আইন, ২০২৬' এবং তদধীনে প্রণীত সকল বিধি বিধান পালনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে;

০৩। যেহেতু রিক্রুটিং এজেন্ট ইউনাইটেড ম্যানপাওয়ার কনসালটেন্সি (আর.এল-১২১৬)-এর লাইসেন্সের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের বিজ্ঞ আদালতে আনীত মানি লন্ডারিং এর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে জরিমানার অর্থ ও স্বর্ণালংকার সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে নির্ধারিত ৩(তিন) বছর কারাদণ্ড ভোগ করার বিষয়টি শ্রম কল্যাণ উইং, বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরবের প্রতিবেদন, তৎপ্রেক্ষিতে জারীকৃত কারণ দর্শানো, নোটিশের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে;

০৪। যেহেতু, এ ক্ষেত্রে দায়ী রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স প্রত্যাহার/বাতিল/স্থগিত/জরিমানা করার বিধান রয়েছে এবং লাইসেন্সটি জনস্বার্থে বাতিল করা সমীচীন প্রতীয়মান হয়েছে;

০৫। সেহেতু, 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' এবং 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) আইন, ২০২৬' এর ক্ষমতাবলে রিক্রুটিং এজেন্ট ম্যানপাওয়ার কনসালটেন্সি (আর.এল-১২১৬)-এর লাইসেন্স জনস্বার্থে বাতিল ও সমুদয় জামানত বাজেয়াপ্ত করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

প্রিয়াংকা পাল
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩৩/১০ আগস্ট, ২০২৬

নং **৩৫.০০.০০০০.০০০.০২৮.২৭.০১১.২৬-১৮১**—যেহেতু, জনাব আইনুন নিশাত খান (পরিচিতি নং-৬০২৪২৮), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), সওজ, সড়ক সার্কেল বরিশাল (সাবেক কার্যক্রম উপ-বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে এ বিভাগের ১৪-০৭-২০২৬ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০০০.০২৮.২৭.০১১.২৬-১৫০নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত জবাব দাখিল এবং ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব পরীক্ষান্তে বিধান অনুযায়ী ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব আইনুন নিশাত খান (পরিচিতি নং-৬০২৪২৮), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), সওজ, সড়ক সার্কেল বরিশাল তার অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে স্ত্রীর গুরুতর গর্ভকালীন জটিলতা, বিদেশে তার স্ত্রী ও সন্তানের নিরাপদ ও উপযুক্ত আবাসনের ব্যবস্থা, মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভূত যুদ্ধ পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন এবং এর স্বপক্ষে তিনি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি দাখিল করেছেন;

সেহেতু, জনাব আইনুন নিশাত খান (পরিচিতি নং-৬০২৪২৮), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), সওজ, সড়ক সার্কেল বরিশাল (সাবেক কার্যক্রম উপ-বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা) এর কারণ দর্শানোর জবাব ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত ব্যক্তিগত শুনানি সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর দায় হতে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ককরতঃ অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৩.২৪-১৮৩**—যেহেতু, জনাব পংকজ ভৌমিক (পরিচিতি নং-৬০২২০৯), নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ, সাময়িক বরখাস্তকৃত), সওজ, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা (প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক বিভাগ) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে এ বিভাগের গত ০৭-০৩-২০২৪ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৩.২৪-৯৯ সংখ্যক স্মারকে ০৬/২০২৪ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয় এবং তদন্ত বোর্ড কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব পংকজ ভৌমিক (পরিচিতি নং-৬০২২০৯), নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ, সাময়িক বরখাস্তকৃত), সওজ, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা তার স্বপক্ষে জবাব এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি দাখিল করেছেন;

সেহেতু, জনাব পংকজ ভৌমিক (পরিচিতি নং-৬০২২০৯), নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ, সাময়িক বরখাস্তকৃত), সওজ, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা এর অভিযোগনামা, অভিযোগবিবরণী, কারণ দর্শানোর জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি, তদন্ত প্রতিবেদন এবং নথি পর্যালোচনাসহ সার্বিক বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় (নং-০৬/২০২৪) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২ (খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর দায় হতে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ককরতঃ অব্যাহতি প্রদান ও সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকালকে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তিনি বরখাস্তকালীন সময়ের পূর্ণ বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৪.২৪-১৮৪**—যেহেতু, জনাব ডেইজী রায় টুম্পা (পরিচিতি নং-৬০২৩৭৭), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সওজ, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা (প্রাক্তন উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক উপ-বিভাগ) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে এ বিভাগের গত ০৭-০৩-২০২৪ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৪.২৪-১০০ সংখ্যক স্মারকে ০৭/২০২৪ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয় এবং তদন্ত বোর্ড কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব ডেইজী রায় টুম্পা (পরিচিতি নং-৬০২৩৭৭), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সওজ, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা বিধি মোতাবেক Measurement Book (MB)-এ স্বাক্ষর করেননি মর্মে উল্লেখ করেন এবং এর স্বপক্ষে তিনি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি দাখিল করেছেন;

সেহেতু, জনাব ডেইজী রায় টুম্পা (পরিচিতি নং-৬০২৩৭৭), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সওজ, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা এর অভিযোগনামা, অভিযোগবিবরণী, কারণ দর্শানোর জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি, তদন্ত প্রতিবেদন এবং নথি পর্যালোচনাসহ অভিযুক্ত কর্মকর্তার চাকরির বয়স (ঘটনার সময়) ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় (নং-০৭/২০২৪) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২ (খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান ও সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকালকে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তিনি বরখাস্তকালীন সময়ের পূর্ণ বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৫.২৪-১৮৫**—যেহেতু, খন্দকার নেছার আহাম্মদ (পরিচিতি নং-৬০২৩৫৫), উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সওজ, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা (প্রাক্তন উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক উপবিভাগ) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে এ বিভাগের গত ০৭-০৩-২০২৪ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৫.২৪-১০১ সংখ্যক স্মারকে ০৮/২০২৪ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয় এবং তদন্ত বোর্ড কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়; এবং

যেহেতু, খন্দকার নেছার আহাম্মদ (পরিচিতি নং-৬০২৩৫৫), উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সওজ, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা বিধি মোতাবেক Measurement Book (MB)-এ স্বাক্ষর করেননি মর্মে উল্লেখ করেন এবং এর স্বপক্ষে তিনি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি দাখিল করেছেন;

সেহেতু, খন্দকার নেছার আহাম্মদ (পরিচিতি নং-৬০২৩৫৫), উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সওজ, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা এর অভিযোগনামা, অভিযোগবিবরণী, কারণ দর্শানোর জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি, তদন্ত প্রতিবেদন এবং নথি পর্যালোচনাসহ অভিযুক্ত কর্মকর্তার চাকরির বয়স (ঘটনার সময়) ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় (নং-০৮/২০২৪) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২ (খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান ও সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকালকে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তিনি বরখাস্তকালীন সময়ের পূর্ণ বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক
সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ ১৪৩৩/১১ আগস্ট ২০২৬

নং **৩৩.০৫.০০০০.১১৮.০৫.০০৬.০৮.৩৫১**—বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ এর ধারা ৭(১) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর 'পরিচালনা বোর্ড' পুনর্গঠন করা হলো:

১.	মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	কো- চেয়ারম্যান
৩.	জনাব এ বি এম মোশাররফ হোসেন, মাননীয় সংসদ সদস্য, ১১৪ পটুয়াখালী-৪	সদস্য
৪.	ডাঃ মোঃ মাহাবুবুর রহমান, মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৫২ ময়মনসিংহ-৭	সদস্য
৫.	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	ভাইস- চেয়ারম্যান
৬.	সদস্য (কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান) পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৭.	উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
৮.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য
৯.	অর্থ বিভাগের অন্যূন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার ১(এক) জন প্রতিনিধি	সদস্য
১০.	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
১১.	ড. ছাদেক আহেমদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ছাগল উৎপাদন গবেষণা বিভাগ, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা	সদস্য
১২.	ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ট্রান্সবাউন্ডারি এ্যানিমেল ডিজিজ রিসার্চ সেন্টার, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা	সদস্য
১৩.	ডাঃ সফিউল আহাদ সরদার, প্রাক্তন পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
১৪.	মিজ ইয়াসমিন রহমান, ডিরেক্টর, প্যারাগন গ্রুপ, প্যারাগন হাউজ, ৫, মহাখালী, ঢাকা	সদস্য
১৫.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা	সদস্য-সচিব

০২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ কামাল হোসেন
উপসচিব।

প্রাণিসম্পদ-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ শ্রাবণ ১৪৩৩/০৩ আগস্ট ২০২৬

নং **৩৩.০০.০০০০.০০০.১১৯.২৭.০০০৫.২৫-১৫৬/১**—যেহেতু, ডাঃ মোঃ হাদিউজ্জামান (গ্রেডেশন নম্বর-১০১৯) ভেটেরিনারি অফিসার, জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, নাটোর প্রাক্তন-জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, মাগুরাতে কর্মকালে ডাঃ মোহাঃ আনোয়ারুল করিম (গ্রেডেশন নম্বর-১৫৮০), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, চৌগাছা, যশোর প্রাক্তন-উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মাগুরা সদর, মাগুরা এর ২০২১ সালের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) এ বিরূপ মন্তব্য করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে ডোসিয়ার সংরক্ষণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে এ মন্ত্রণালয় থেকে তাকে গত ১৭-০২-২০২৬ ও ১১-০৩-২০২৬ তারিখে বিরূপ মন্তব্যের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য আধা-সরকারি (ডি.ও) পত্র প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো মতামত প্রদান করেননি। তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনানুগ আদেশ অমান্য করেন এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করেননি। তার উক্তরূপ কার্যকলাপে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে গত ০৮-০৭-২০২৬ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.০০০.১১৯.২৭.০০০৫.২৬-১৩৯ সংখ্যক পত্রে বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০২৬ রুজু করে কারণ দর্শানো হয় এবং তিনি যথাসময়ে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন; তৎপ্রেক্ষিতে ০৩-০৮-২০২৬ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি ও লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানি ও লিখিত বক্তব্যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জানান গত ১৭-০২-২৬ এবং ১১-০৩-২০২৬ তারিখে যে আধা-সরকারি (ডি. ও) পত্রের মাধ্যমে মতামত প্রদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল তা তিনি দাপ্তরিক ডাকযোগে বা অন্য কোনো মাধ্যমে অদ্যাবধি পাননি। ফলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং যথাসময়ে মতামত প্রদান করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার কোনো ধরণের উদ্দেশ্য তার ছিল না মর্মে তিনি উল্লেখ করেছেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছেন; এবং

০৩। সেহেতু, ডাঃ মোঃ হাদিউজ্জামান (গ্রেডেশন নম্বর-১০১৯) ভেটেরিনারি অফিসার, জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, নাটোর প্রাক্তন-জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, মাগুরা-কে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানোর জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি, ও লিখিত বক্তব্য এবং নথিপত্র পর্যালোচনান্তে সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২) (ক) বিধি অনুযায়ী এই বিভাগীয় মামলার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং একই সাথে প্রশাসনিক শৃঙ্খলার স্বার্থে তাকে সতর্ক করা হলো।

০৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: দেলোয়ার হোসেন
সচিব।

বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক বিষয়াবলি শাখা
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ ভাদ্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/২৫ আগস্ট ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১৯.০০.০০০০.০০০.২১৫.৬৩.০০০৮.২৬/৬৩৬—Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)-কে আন্তর্জাতিক সংস্থা (International Organization) হিসেবে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বাশারাত নাজিয়া
সিনিয়র সহকারী সচিব।